পিআরসহ ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবীতে ঝিনাইদহে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ।
জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আওয়ালের সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর আব্দুল আলিম, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা তাজুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি কাজী সগির আহমদ, শহর শাখা জামায়াতের আমীর অ্যাডভোকেট ইসমাইল হোসেন।

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের রেখে যাওয়ার পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্ভব নয় উল্লেখ করে বক্তারা জুলাই সদন বাস্তবায়ন করে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৫ দফা দাবী তুলে ধরেন। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলে সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা বাস্তবায়ন করতে হলে অবিলম্বে

জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে

বর্তমান সরকার দেশের একরকম প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় এসেছে। আমরা সকলে মিলে তাদের বসিয়েছি। কিন্তু এখন আর কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। দেশে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে, বিভিন্ন সমস্যায় দেশ জর্জরিত। তাই ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে।

বুধবার (২৩ জুলাই) মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির খুলনা বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

ড. ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, দেশে-বিদেশে আপনার সুনাম রয়েছে। আমরা কখনোই চাই না আপনি ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করে দেশের জনগণের রোষানলের মুখোমুখি হোন। আমরা চাই, যে কারণে জনগণ আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, সেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে সসম্মানে বিদায় নিন। তাহলে আপনার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় না থাকলে দেশে আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকে না, বিদেশি কোনো সুযোগ-সুবিধাও আসে না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার না হলে তাদের জনগণের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না।

তিনি আরও বলেন, এক ফ্যাসিবাদের বিদায় হয়েছে, এখন কেউ কেউ হঠাৎ করে রাজনৈতিক দল গঠন করে তাদের আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় যেন আবারও ফ্যাসিবাদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।
আপনারা দল গঠন করেছেন, সেটা ভালো কথা কিন্তু যদি আপনাদের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকে, তাহলে নির্বাচনের মাঠে আসুন। যে হাসিনাকে বিতাড়িত করা হয়েছে, সেই হাসিনার মতো আচরণ করলে আপনাদের পরিণতিও হাসিনার মতোই হবে।

আমরা সকলে মিলে যে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি, যে সব মানুষ শহীদ হয়েছেন, তাদের রক্তকে শপথ করে আমরা একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের প্রতিজ্ঞা করেছি। সকল বিভেদ ভুলে আমাদের সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের আলোচনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল আউয়াল, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল্লাহ, মীর ফারুক, রেজাউল হক, মকবুল হোসেন মেঘলা, ওমর ফারুক লিটন, আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশন এবং পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে সম্মেলনটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় আমিরুল ইসলামকে সভাপতি, মশিউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক এবং হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে সদর উপজেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণের

আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুন নাহার।

সভাপতির বক্তব্যে মো. খায়রুল ইসলাম বলেন, আমরা সবাই মিলে মেহেরপুরকে তামাকমুক্ত করতে চাই। তামাক এমন একটি পণ্য যাতে আসক্ত হলে মানব শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোগাক্রান্ত হতে পারে। একটি তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অংশগ্রহণকারীরা আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগে ভূমিকা রাখবেন।

প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, পুলিশ পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিছুর রহমান, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার শামিম রেজা এবং আনসার ভিডিপি প্রশিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন, ছাত্র প্রতিনিধি তামিম ইসলাম, ক্যাব-এর সভাপতি রফিক-উল-আলম এবং সুবাহ সামাজিক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইনের কার্যকর প্রয়োগে সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নানা দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মেহেরপুরে “মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা- ২০২৪” বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ কর্মশালার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, “সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ মাদার এন্ড চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রাম (SIMCBP)” প্রকল্পের আওতায়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন। এতে সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, বিআরডিবি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়নের সচিব আজিম উদ্দিনসহ সদর উপজেলার সব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, উপকারভোগী নির্বাচন ও মনিটরিং পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ঝিনাইদহে রেলপথ বাস্তবায়নের দাবীতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেলপথ চাই বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আউয়ালের কাছে স্মারকলিপি

প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার (২১ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ স্থাপনের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন “ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ চাই” বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওরফে রেল আব্দুল্লাহ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুস সবুর, সাধারণ সম্পাদক আরিফা ইয়াসমীন লিম্পা, মুখ্য সংগঠক আনোয়ার ফিরোজ মাসুম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইফাজ তানভির মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম ও কার্যকরী সদস্য পারভীন সুলতানাসহ সংগঠনের সকল স্তরের নেতাকর্মী। এবং জেলা বিএনপি’র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ কে এম ওয়াজেদ হোসেন। এছাড়াও ঝিনাইদহ শহরের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ ঘোষণার বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ ঘোষণার বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যজোট আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটি।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির জেলা শাখার নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা শিক্ষকরা অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির জেলা শাখার আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, সদস্য সচিব ফাতিমা ফারহানাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা জানান, গত ২৮ জানুয়ারি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের দ্রুত জাতীয়করণ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হলেও তা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় শিক্ষকরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ। বক্তারা দ্রুত জাতীয়করণের ঘোষণার বাস্তবায়ন না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

দর্শনায় পূর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়নে এডিবি’র প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পুর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়নে দর্শনা স্থল শুল্ক স্টেশন ও জয়নগর আইসিপি এলাকা পরিদর্শন করেছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)’র উচ্চ পর্যায়ের টিম।

আজ রবিবার দুপুরে দর্শনা কাস্টমস শুল্ক স্টেশন ও বন্দর এলাকা পরিদর্শন করে ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন, প্রধান আঞ্চলিক সহযোগিতা বিশেষজ্ঞ এবং মিশন নেতা, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও ইন্টিগ্রেশন ইউনিট, দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ মাসাতো নাকানে, সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা (পরিবহন), পরিবহন সেক্টর অফিস হুমায়ন কবির, প্রকল্প প্রস্তুতি বিশেষজ্ঞ (আন্তর্জাতিক), ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা এডিবি কাজী মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম, ডেপুটি কমিশনার, এনবিআর এবং ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা, এডিবি, মোঃ মেরাজুল আলম সম্রাট এবং দর্শনা শুল্ক স্টেশনের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার আব্দুস সাত্তারসহ রেভিনিউ ও সহকারী রেভিনিউ কর্মকর্তাগন, বিজিবির দর্শনা আইসিপি কমান্ডার জাকির হোসেন, ইমিগ্রেশন অফিসার রমজান আলী।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, ভারতের গেদে ল্যান্ড পোর্ট সোসাইটির মুখ্য পরামর্শদাতা সুব্রত সাহা, দর্শনা স্থলবন্দর বাস্তবায়ন কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক সাংবাদিক রেজাউল করিম লিটন, আশরাফুল হক

উলুম, হাজী নজরুল ইসলাম, পলাশ আহমেদ প্রমুখ।

দর্শনা পুর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়ন প্রজেক্টের পরিকল্পনা সম্পর্কে সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যৎ দ্রুততার সাথে কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে তাগিদ দেন প্রতিনিধি দলটি।

দর্শনা স্থলবন্দর প্রজেক্টের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)’র অর্থায়নে সাউথ এশিয়ান সাবরিজিওনাল ইকোনমিক্যাল কো অপারেশন (সাসেক) প্রোগ্রামের অধীনে দর্শনায় নির্মিত হতে যাচ্ছে আধুনিক ল্যান্ড পোর্ট ও এনবিআর’র কাস্টমস হাউজ ও ট্রেনিং সেন্টার।

মেহেরপুরে সিআরভিএস বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালা

মেহেরপুরে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (সিআরভিএস) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহেনাজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সমন্বয় ও সংস্কার সচিব মোঃ মাহমুদুল খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সমন্বয় অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ খালেদ হাসান।

এছাড়াও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার উপপরিচালকের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডাঃ মহী উদ্দীন আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত

জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহ, সরকারি কমিশনার আবির হোসেন, সহকারী কমিশনার তানজিনা শারমিন দৃষ্টি, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আঞ্জুমান আরা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রুহুল আমীন, ইউনিয়ন পরিষদের সচিবগণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তারা।

কর্মশালায় বক্তারা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সিআরভিএস বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে দিনব্যাপী কর্মশালা

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপী জনসম্পৃক্তি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা শহরের শাহেদ গার্ডেনে বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক কমিটির উদ্যোগে এই কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

কর্মশালার মূল বিষয় ছিল “আগামী রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচি” নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ।

কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগ দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

প্রধান অতিথি তারেক রহমান কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দলের নেতাকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

কর্মশালাটি পরিচালনা করেন বিএনপির সহ-গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন। এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন, কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক অ্যাড. নেওয়া হালিমা আরলী, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আক্তার, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এড. কামরুল হাসান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনসারুল হক ইনসু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজি, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবসহ চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা বিএনপি এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন যে, এ ধরনের কর্মশালা দলের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করবে এবং ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকদের ১০

গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে আলমডাঙ্গায় মানববন্ধন

প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে আলমডাঙ্গায় শিক্ষকরা মানববন্ধন কর্মসুচী পালন করেছে। আজ শনিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা গেট প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্কুলের কয়েকশ’ শিক্ষক এ মানব বন্ধন কর্মসুচীতে অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধন কর্মসুচীতে বক্তাগণ বলেন,আমরা প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকরা অবহেলিত। দেশে আজ বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন করে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা হচ্ছে। আজকে আমরা যে বৈষম্যের শিকার, বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের দাবী এই বৈষমের হাত থেকে মুক্ত করে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন করতে হবে।

মানববন্ধন কর্মসুচী উপস্থিত ছিলেন সহকারি ইকবাল উদ্দিন আহম্মেদ, হাফিজুর রহমান, হাসান সাজিব হাবিব,শান্তনু চক্রবর্তী, রবিউল ইসলাম, আনিসুজ্জামন, জহুরুল ইসলাম, আলিহিম গুরু, হাসানুজ্জামান, আবুল কালাম আজাদ, মোস্তাফিজুর রহমান, আশরাফুল আলম, রিজভী আহম্মেদ, তবিবুর রহমান প্রমুখ।